১ মে ২০১৮

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩০ এপ্রিল ২০১৮

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। একটি গণভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লংঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার লাভের জন্য সচেষ্ট থাকে। ২০১৩ সাল থেকে শুরু হওয়া প্রচন্ড রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতি মাসে অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও এই রিপোর্টে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাই শুধু মাত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-এপ্রিল ২০১৮

১-৩০ এপ্রিল ২০১৮*							
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৮	৬	১৭	২৮	৬৯
	গুলিতে নিহত		১	১	০	০	২
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	১	১	২
	মোট		১৯	৭	১৮	২৯	৭৩
গুম			৬	১	৫	২	১৪
কারাগারে মৃত্যু			৬	৫	৯	৭	২৭
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২	১	০	০	৩
	বাংলাদেশী আহত		৩	৫	১	০	৯
	বাংলাদেশী অপহৃত		২	০	০	৩	৫
	মোট		৭	৬	১	৩	১৭
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত		১২	৬	১	২	২১
	লাঞ্ছিত		১	৩	৩	০	৭
	হুমকির সম্মুখীন		২	১	৩	০	৬
	মোট		১৫	১০	৭	২	৩৪
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৯	৫	৯	১১	৩৪
	আহত		৬১৯	৪২৪	৩৩৫	৪২৬	১৮০৪
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১২	১৬	১৫	২১	৬৪
ধর্ষণ			৪৬	৭৮	৬৬	৬১	২৫১
যৌন হয়রানীর শিকার			১৫	১৪	২৫	২৩	৭৭
এসিড সহিংসতা			২	১	৩	৪	১০
গণপিটুনীতে মৃত্যু			৫	৬	৮	১	২০
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	১	০	১
		আহত	২০	০	৪০	০	৬০
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৯	১১	৭	৮	৩৫
		আহত	৮	৪	০	৩	১৫
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)- এ গ্রেফতার **			২	১	০	০	৩

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

** সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেবার কারণে এঁদের গ্রেফতার করা হয়।

ভূমিকা

১. এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে, উল্লেখিত হয়েছে বাক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র হরণ এবং জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করার বিষয়গুলো। সরকারের দমনমূলক নীতির কারণে ২০১৮ সালের শুরু থেকেই বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল অবনতিশীল। ২০১৮ এর এপ্রিল মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতি আলোকপাত করতে হলে এর আগের মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করাও জরুরী। যেহেতু আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ২০০৯ সাল থেকে ক্ষমতায় আছে, তাই ২০১৮ এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রেক্ষাপট ২০০৯ এর ধারাবাহিক রূপ। ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট তার ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহারে দেশে ন্যায়বিচার, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাসহ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধের অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু নির্বাচনে জয়লাভের পর আওয়ামী লীগ তার ঘোষিত নির্বাচনী ইশতেহার থেকে বিচ্যুত হয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে থাকে এবং পরবর্তীতে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র ভোটারবিহীন ও প্রহসনমূলক নির্বাচনের[1] মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার পুনরায় ক্ষমতায় আসার মধ্যে দিয়ে ব্যাপক দমন পীড়ন চালিয়ে নিবর্তনমূলক আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পূর্ণভাবে নসাৎ করে দিয়ে দেশে এক ভয়ের শাসন জারী করেছে। ২০০৯ সাল থেকেই বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলো দলীয়করণ করে তা সরকার ও সরকারী দলের আজ্ঞাবহ করে তোলে। ফলে সর্বত্র বিচারহীনতার সংস্কৃতি বিরাজ করে মানবাধিকার লঙ্ঘন চরম আকার ধারন করেছে।

নির্বাচন, রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন

২. ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে একাদশতম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা । ২০১১ সালে সর্বজন স্বীকৃত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে সাধারণ নির্বাচন করার বিধান বর্তমান ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করে দেয়ার ফলশ্রুতিতে ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারিতে বিতর্কিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । এই নির্বাচনের পর থেকে অনুষ্ঠিত প্রায় সব স্থানীয় সরকার নির্বাচন ও জাতীয় সংসদের উপ-নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম, সহিংসতা এবং ভোট জালিয়াতির ঘটনা ঘটে। বিতর্কিত রকিব কমিশন এর বিদায়ের পর কে এম নুরুল হুদার[2] নেতৃত্বে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়, যা বর্তমানে আগের

[1] আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয়। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংসদ নির্বাচনটি শুধুমাত্র প্রহসন মূলকই ছিল না (১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন), নির্বাচনটিতে ব্যালটবাক্স ছিনতাই, ভোটকেন্দ্র দখল ও ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

[2] ২০১৭ এর ফেব্রুয়ারিতে বিতর্কিত কাজী রকিবউদ্দিন নেতৃত্বাধীন রকিব কমিশনের মেয়াদ শেষ হলে রাষ্ট্রপতি কে এম নুরুল হুদাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ পাঁচজন কমিশনার নিয়োগ দেন।

কমিশনের মতোই বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। কারণ এই কমিশনের অধীনেও অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোর মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া অধিকাংশ নির্বাচনই এর পূর্ববর্তী নির্বাচন কমিশন এর ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশে অতীতে[৩] নির্বাচনগুলো সাধারণতঃ উৎসব মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হতো এবং জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতো। কিন্তু ২০১৪ সাল থেকে সরকার জনগণের ভোটের অধিকারই শুধু কেড়ে নেয়নি; বরং নির্বাচনে দখল সংস্কৃতি ও স্থানীয় নির্বাচনগুলো দল মনোনীত প্রার্থীদের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবার বিধান করে এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বরখাস্তের মধ্যে দিয়ে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে । বিভিন্ন মামলায় অভিযুক্ত দেখিয়ে বিএনপি এবং জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত জনপ্রতিনিধিদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছে এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যোগ দিতে গেলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ব্যবহার করে তাদের বাধা দেয়া হয়েছে।[৪]

গত ১২ এপ্রিল ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার চেয়ারম্যান ও ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আবু আশফাক উপজেলার মাসিক সভায় যোগ দিতে উপজেলা অফিসে গেলে পুলিশ তাঁর গাড়ির গতিরোধ করে এবং গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে সভায় যোগ দিতে বাধা দিলে তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন।[৫]

৩. গত ২৫ এপ্রিল নরসিংদী সদরের মহিষাশুরা ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী এনামুল হকের সমর্থকদের বিরুদ্ধে ভোট কেন্দ্র দখল, জাল ভোট দেয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। নির্বাচন চলাকালে মহিষাশুরা ইউনিয়নের দামের ভাওলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চান্দেরকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বথুয়াদী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও কোতালীর চর বিলপাড় বায়তুল কোরআন মাদ্রাসা কেন্দ্রসহ বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে বহিরাগত ব্যক্তিরা ঢুকে ব্যালট পেপারে সিল মারে। এছাড়া মহিষাশুরা কাছিমুল উলুম মাদ্রাসা কেন্দ্রের বাইরে বহিরাগত দুর্বৃত্তরা ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করলে ভোটাররা ভয়ে ভোট কেন্দ্র ছেড়ে চলে যান। বেলা ১১ টার পর প্রতিটি ভোটকেন্দ্রই প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। বিরোধী প্রার্থীরা এই সমস্ত অনিয়মের ব্যাপারে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের কাছে অভিযোগ করলেও তারা কোন ধরনের সহযোগিতা করেনি বলে অভিযোগ রয়েছে। নির্বাচনে কেন্দ্র দখল, জাল ভোট দেয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে বিএনপি প্রার্থী তোফাজ্জল হোসেন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুফতি কাউসার আহমেদ এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী আলমগীর ভুইয়া (বর্তমান চেয়ারম্যান) নির্বাচন বর্জন করেন।[৬]

[৩] ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৮ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলো ।

[৪] সাড়ে ৩ বছরে ৩৮১ জনপ্রতিনিধি বরখাস্ত/ মানবজমিন ৭ এপ্রিল ২০১৭/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=60531&cat=2/

[৫] অভিযোগ পুলিশ বাধা; মাসিক সভায় যোগ দিতে পারলেন না নবাবগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান আশফাক/ যুগান্তর ১৩ এপ্রিল ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/37962/

[৬] কেন্দ্র দখলের অভিযোগ তিন প্রার্থীর ভোট বর্জন/ প্রথম আলো ২৬ এপ্রিল ২০১৮

৪. অন্যদিকে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ জোট ক্ষমতায় আসার পর থেকেই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধমূলক কর্মকান্ড পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ২০১৮ সালের এপ্রিল মাসেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন মূলত ছাত্রলীগ, যুবলীগ ইত্যাদির বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমিদখল, অপহরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালানোসহ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ নাগরিকদের ওপর হামলা চালিয়েছে এবং নারীরা তাদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এছাড়া তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে একে অপরকে আক্রমণ করছে এবং প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্রসহ অন্যান্য মারণাস্ত্র ব্যবহার করছে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে তাদের দায়মুক্তির ঘটনা ঘটছে। কয়েকটি ঘটনায় অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা হলেও তাদের অনেকেই আদালত থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে গেছে।[৭]

অধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গত ৭ এপ্রিল মাদারীপুর শহরে জেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সজিব সরদার ও তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে অপর ছাত্রলীগ নেতা মঞ্জুর আলী ও তাঁর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে আট পুলিশ ও নাজিমউদ্দিন কলেজের ছাত্রীনিবাসের কয়েকজন ছাত্রীসহ ৪০ জন আহত হন। আহতদের মধ্যে ছয়জন গুলিবিদ্ধ রয়েছেন।[৮] *গত ২২ এপ্রিল ঢাকার বাড্ডা থানার বেরাইদ এলাকায় আধিপত্য বিস্তার এবং দখলবাজিকে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য একেএম রহমতউল্লাহর সমর্থকদের সঙ্গে বেরাইদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও বাড্ডা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলমের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে জাহাঙ্গীর আলমের ছোট ভাই কামরুজ্জামান দুখু গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।*[৯]

৫. ***অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ১১ জন নিহত ও ৪২৬ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ২৬টি ও বিএনপি'র ১টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৮ জন নিহত ও ৩২৭ জন আহত এবং বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১২ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।**

[৭] আবু বকরকে কেউ খুন করেনি!/প্রথম আলো ২৬ জানুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/১৪১৭৪৫৬/

[৮] মাদারীপুরে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ/ নয়াদিগন্ত ৮ এপ্রিল ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/308521

[৯] আ.লীগের দুপক্ষে সংঘর্ষ গুলিতে একজন নিহত/ প্রথম আলো ২৩ এপ্রিল ২০১৮

সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা

৬. বরাবরের মতো এপ্রিল মাসেও সভা-সমাবেশ করার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে । খালেদা জিয়াকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে সাজা[১০] দেয়ার অভিযোগে বিএনপি সারা দেশে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচী পালন করতে গেলে পুলিশ ও ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা বহু জায়গায় তাঁদের বাধা দেয় এবং হামলা ও গ্রেফতার করে তা পণ্ড করে দেয়। এমনকি বর্তমানে একটি প্রবনতা শুরু হয়েছে যে, পুলিশ 'নাশকতার পরিকল্পনা' , ' গোপন বৈঠক' করার অজুহাতে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ঢালাওভাবে গ্রেফতার করছে।

গত ১০ এপ্রিল সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শেখ তরিকুল ইসলাম ও জেলা যুব দলের সভাপতি আবুল হাসান হাদীসহ ছয়জন বিএনপি নেতাকে পুলিশ শহরের নবারুণ স্কুল মোড়ে অবস্থিত বিএনপি নেতা মাসুম বিল্লাহর বাড়ি থেকে নাশকতার পরিকল্পনা করতে 'গোপন বৈঠক' করার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে বলে পুলিশ দাবি করে।[১১] গত ২৯ এপ্রিল ঢাকার বাংলামোটরের একটি ভবন থেকে বিএনপির ঢাকা মহানগর দক্ষিনের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রশীদসহ ১৭ জন নেতাকর্মীকে 'গোপন বৈঠক' করার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে বলে পুলিশ দাবি করে।[১২]

৭. বিরোধীদল বিএনপি ছাড়াও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনের মিছিল ও সমাবেশে বাধা দিতে ও হামলা করতে সরকার তার দলীয় নেতাকর্মী ও পুলিশকে ব্যবহার করেছে। যেমন, গত ৮ এপ্রিল সরকারি চাকরিতে কোটা ৫৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাংশ করাসহ ৫ দফা দাবিতে দেশব্যাপি আন্দোলনের অংশ হিসেবে ঢাকার শাহবাগ মোড় অবরোধ করেন কয়েক হাজার শিক্ষার্থী । এই সময় পুলিশ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর টিয়ারশেল, পেলেট বুলেট ও জলকামান থেকে গরম পানি নিক্ষেপ এবং লাঠিচার্জ করে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পুলিশের হামলার মুখে শিক্ষার্থীরা সরে যাওয়ার সময় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা করে অনেককে মারধর করায় শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন। [১৩] ঘটনার পর গভীর রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যের বাসভবনে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিরা হামলা এবং ভাংচুর করে ।

[১০] ৮ ফেব্রুয়ারিতে আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ২০০৭ সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় দুর্নীতির অভিযোগে তাঁকে ৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়ে সেদিনই তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

[১১] সাতক্ষীরায় বিএনপির ৮ নেতাকর্মীসহ আটক ৬৮/ নয়াদিগন্ত ১২ এপ্রিল ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/309675

[১২] প্রথম আলো ৩০ এপ্রিল ২০১৮

[১৩] গুলিবর্ষণ করায় ছাত্রলীগকে ধাওয়া করলেন আন্দোলনকারীরা/ যুগান্তর ৯ এপ্রিল ২০১৮/ https://www.jugantor.com/campus/36732/

ঢাকায় কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দিকে কাঁদানে গ্যাস ছুড়ছে পুলিশ। ছবিঃ প্রথম আলো ৯ এপ্রিল ২০১৮

এক আন্দোলনকারীকে ধরে পুলিশ পেটাতে পেটাতে তাঁকে শাহবাগ থানায় নিয়ে যাচ্ছে। ছবিঃ প্রথম আলো ১০ এপ্রিল ২০১৮

গত ৯ এপ্রিল ভোরে মিছিল নিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ধাওয়া করে।[১৪] এই সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি চালালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসনের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আশিকুর রহমানের বুকে গুলি লাগে। গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়। তাঁর বুকে লাগা গুলিটি এখনও বের করা যায়নি।[১৫]

৮. এছাড়া আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি সুফিয়া কামাল হলের আবাসিক ছাত্রী মোরশেদা আক্তারসহ কয়েকজন শিক্ষার্থীকে মারধর করার অভিযোগ রয়েছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের হল শাখার সভাপতি ইফফাত জাহান এশার বিরুদ্ধে।[১৬] উল্লেখ্য, সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবাসিক হলগুলো ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নিয়ন্ত্রন করে বলে অভিযোগ রয়েছে। তারা হলে থাকা সাধারণ শিক্ষার্থীদের জোর করে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগদান করতে বাধ্য করাসহ নানা ধরনের নিপীড়ন চালায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ, সংঘর্ষ ও উপচার্যের বাসভবনে হামলার ঘটনায় পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ১০ এপ্রিল 'অজ্ঞাতনামা বিপুল সংখ্যক' শিক্ষার্থীকে আসামী করে শাহবাগ থানায় ৪টি মামলা দয়ের করে।[১৭] ফলে প্রতিহিংসামূলকভাবে এই মামলায় যে কোন ব্যক্তি ও বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের গ্রেফতার ও হয়রানী হবার সম্ভবনা আছে।

গত ১১ এপ্রিল কোটা সংস্কারের দাবিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা হামলা করলে ছাত্রীসহ ১৫ জন আহত হন।[১৮]

৯. শিক্ষার্থীদের তীব্র আন্দোলনের মুখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১১ এপ্রিল জাতীয় সংসদে কোটা বাতিলের ঘোষণা দিলে শিক্ষার্থীরা আন্দোলন স্থগিত করেন। কিন্তু আন্দোলন স্থগিত হবার পরপরই কোটা সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরসহ সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর নিপীড়ন শুরু হয়। ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা ক্যাম্পাসে এবং হলে হলে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের হুমকি দিতে শুরু করে। কবি সুফিয়া কামাল হলের প্রাধ্যক্ষ ও যুব মহিলা লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাবিতা রেজওয়ানা গত ২০ এপ্রিল গভীর রাতে

[১৪] ক্যাম্পাস যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র/ প্রথম আলো ১০ এপ্রিল ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1467091/
[১৫] বুকে বুলেট বয়ে বেড়াতে হবে আশিকুরকে/ প্রথম আলো ১৭ এপ্রিল ২০১৮/ http://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1471371
[১৬] ঢাবিতে ছাত্রীর রগ কাটায় ছাত্রলীগ নেত্রীর গলায় জুতার মালা/ নয়াদিগন্ত ১২ এপ্রিল ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/309704
[১৭] উপাচার্যের বাসভবনে হামলা; ৪ মামলা, 'অজ্ঞাতনামা বিপুলসংখ্যক' আসামি/ প্রথম আলো ১২ এপ্রিল ২০১৮
[১৮] জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা, ১৫ জন আহত/ প্রথম আলো ১২ এপ্রিল ২০১৮

আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হলের আবাসিক ২০ জন[১৯] শিক্ষার্থীকে হল থেকে বের করে দিলে তাঁদের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখিন হয়। এই সময় প্রাধ্যক্ষ শিক্ষার্থীদের সরকারি গোয়েন্দাদেরও ভয় দেখান।[২০]

১০. গত ১৯ এপ্রিল বিকল্প ব্যবস্থা না করে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃক ব্যাটারিচালিত রিকশা উচ্ছেদ বন্ধ ও প্রয়োজনীয় নীতিমালা করে লাইসেন্স দেয়ার দাবিতে বরিশাল নগরীতে শ্রমিকরা মিছিল বের করেন। মিছিলটি নগরীর ফজলুল হক এভিনিউ সড়কে অবস্থান নিলে যানবাহন চলাচল পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ওই সময় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অংশ নেয়া শ্রমিকদের ওপর অতর্কিত লাঠিচার্জ করে পুলিশ। এতে অন্তত ২০ জন আহত হন। পুলিশ বাসদ নেতা ইমরান হাবিব রুমন ও কয়েকজন নারী নেতাকর্মীসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করে।[২১]

বরিশালে রিকশা শ্রমিকদের ওপর পুলিশের হামলা। সংগৃহিত ছবি অধিকার

[১৯] ঢাবির সুফিয়া কামাল হল; মধ্যরাতে ২০ ছাত্রীকে হল ত্যাগে বাধ্য করল প্রশাসন/ যুগান্তর ২০ এপ্রিল ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/40132/

[২০] ঢাবিতে মধ্যরাতের তুঘলকি কাণ্ডে তোলপাড়, বিক্ষোভ/ মানবজমিন ২১ এপ্রিল ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=114167&cat=2/

[২১] বরিশালে রিকশা শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ/ যুগান্তর ২০ এপ্রিল ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/news/40032/ এবং *অধিকারএর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বরিশালের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

১১. দুর্বল ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র কর্তৃক হত্যাকারীদের দায়মুক্তির সুযোগে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে। কিছু ঘটনায় শিশুরাও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার লঙ্ঘনের নিকৃষ্টতম উদাহরণ হচ্ছে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, যা সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩২[২২] এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের অনুচ্ছেদ ৬[২৩] এর স্পষ্ট লঙ্ঘন।

১২. ***অধিকার* এর তথ্যানুযায়ী এপ্রিল মাসে ২৯ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ২৯ জনের মধ্যে ২৮ জন ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছেন। এঁদেরমধ্যে ১২ জন র‍্যাবের হাতে, ১২ জন পুলিশের হাতে, ৩ জন ডিবি পুলিশের হাতে ও ১ জন বিজিবি'র হাতে। এছাড়াও এইসময়ে ১ জন পুলিশের নির্যাতনে মারা গেছেন। নিহত ২৯ জনের মধ্যে ১ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (লাল পতাকা)'র আঞ্চলিক নেতা, ১ জন মাওবাদী বলশেভিক রিঅর্গানাইজেশন মুভমেন্ট এর আঞ্চলিক কমান্ডার, ১ জন কৃষক, ১ জন সিনেমার শিশু অভিনেতা, ১ জন পুলিশ কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাতের আসামী, ১ জন হত্যা মামলার আসামী, ৪ জন ধর্ষণ মামলার আসামী এবং ১৯ জন কথিত অপরাধী।**

গত ৬ এপ্রিল ভোর রাতে ঢাকার ওয়ারী এলাকায় মোহাম্মদ রাকিব হওলাদার নামে এক শিশু আটক হওয়ার পর পুলিশের কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়। পুলিশ দাবি করেছে রাকিব একজন ছিনতাইকারী। রাকিবের মা রিতা বেগম জানান, গত ৪ এপ্রিল রাতে ওয়ারী থানার এস আই জ্যোতিষ চন্দ্র তাঁর ছেলেকে বাসা থেকে ধরে নিয়ে যায়। রাকিবের বাবা মোহাম্মদ মহসিন হাওলাদার দাবী করেন যে, রাকিবের বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর এবং সে শিশু শিল্পী হিসেবে চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছে। কিন্তু পুলিশ তাঁর ছেলেকে ক্রসফায়ারের নামে হত্যা করেছে।[২৪] *গত ১১ এপ্রিল রাকিবের মা রিতা বেগম ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে ওয়ারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ চারজনের বিরুদ্ধে নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারন) আইনে মামলা দায়ের করেছেন। আদালত বাদীর জবানবন্দি গ্রহন করে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে।* [২৫]

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ও কারাগারে মৃত্যু

১৩. ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়মুক্তি এবং দুর্নীতির কারণে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার ফলে দেশে

[২২] আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

[২৩] প্রত্যেক মানুষের বাঁচার সহজাত অধিকার রয়েছে। এ অধিকার আইনের দ্বারা রক্ষিত হবে। কোন ব্যক্তিকে খেয়াল-খুশিমত জীবন থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

[২৪] পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' এক তরুন নিহত/ প্রথম আলো ৭ এপ্রিল ২০১৮

[২৫] ওয়ারী থানার ওসিসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা:বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ/ মানবজমিন ১২ এপ্রির ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=113031&cat=10/

গণপিটুনী দিয়ে মানুষ হত্যার মতো ভয়াবহ প্রবণতা বিরাজ করছে। এপ্রিল মাসে গণপিটুনিতে একজন নিহত হয়েছেন।

১৪. এছাড়া চিকিৎসার সুব্যবস্থা না থাকায় এবং কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন শেষে কারাগারে পাঠানোর পর মৃত্যু ঘটছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

রাজনৈতিক নিপীড়ন ও রিমান্ডে নির্যাতন

১৫. প্রায় প্রতিদিনই বিরোধীদল বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করছে পুলিশ। এমনকি জামিন হওয়ার পর জেল থেকে বের হওয়ার সময়ও তাঁদের পুনরায় গ্রেফতার করা হচ্ছে।[২৬] গ্রেফতারকৃত বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের রিমান্ডে নিয়ে তাঁদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালানোর অভিযোগও পাওয়া গেছে। ২০১৬ সালের ১০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কাউকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার এবং রিমান্ডে নেয়ার বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা[২৭] প্রণয়ন করে দিলেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা সেটা মানছেন না। আপিল বিভাগের নির্দেশনা অনুসরণ না করে বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি শফিউল বারী, ছাত্রদলের ঢাকা উত্তরের সভাপতি এস এম মিজানুর রহমান এবং ছাত্রদলের ঢাকা উত্তরের সহ-সভাপতি জাকির হোসেন (রিমান্ডে নির্যাতনের ফলে ২০১৮ সালের ১২ মার্চ জেল হাজতে মারা যান বলে অভিযোগ রয়েছে) কে গ্রেপ্তার করা কেন অবৈধ ও বেআইনি ঘোষনা করা হবে না, তা জানতে চেয়ে দায়ের করা একটি রিট পিটিশনের প্রাথমিক শুনানী শেষে গত ২ এপ্রিল রুল জারী করেছেন বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি মোহাম্মদ আশরাফুল কামালের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ।[২৮]

১৬. পুলিশ রিমান্ডে নির্যাতন এবং অমানবিক আচরণের কারণে আটককৃতদের হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। মানবাধিকারকর্মীদের অব্যাহত দাবীর কারনে ২০১৩ সালে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন' পাস হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মূলত: ভয়ে ও চাপের কারণে নির্যাতিত ব্যক্তি বা ব্যক্তির পরিবার এই আইনে মামলা করতে পারছেন না বা মামলা হলেও তা বিচারের মুখ দেখছে না।

---

[২৬] অধ্যাপক মুজিবকে জেলগেট থেকে গ্রেফতার জামায়াতের দেশব্যাপী বিক্ষোভ আজ/ নয়াদিগন্ত ১০ এপ্রিল ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/309098

[২৭] ১৯৯৮ সালের ২৩ জুলাই ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ছাত্র শামীম রেজা রুবেলকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের পরদিন ডিবি কার্যালয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করে। ২০০৩ সালে হাইকোর্ট এক রায়ে ৫৪ ও ১৬৭ ধারার কিছু বিষয় সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করেন। ৫৪ ধারায় গ্রেফতার ও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে প্রচলিত বিধি ছয়মাসের মধ্যে সংশোধন করতে বলেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ এবং পরবর্তীতে ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা প্রনয়ন করে দেন।

[২৮] বিএনপি-ছাত্রদলের চার নেতাকে গ্রেপ্তার প্রশ্নে রুল/ প্রথম আলো ৩ এপ্রিল ২০১৮

গত ১৩ এপ্রিল ভোলা থানা হাজতে কৃষ্ণপদ দাস নামে এক কৃষক মারা গেছেন। নিহতের পরিবারের অভিযোগ থানা হাজতে পুলিশের নির্যাতনের কারনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। [২৯]

গুম

১৭. আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের রোম সংবিধি[৩০] অনুযায়ী গুম একটি মানবতাবিরোধী অপরাধ । ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বাংলাদেশে গুমের অভিযোগগুলো নিয়মিতভাবে আসতে থাকে। ২০১৪ সালের বিতর্কিত নির্বাচনের আগে ও পরে বিরোধীদলের অনেক নেতাকর্মীরা গুমের শিকার হন। একইভাবে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে আসন্ন একাদশতম জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে গুমের ঘটনা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং মূলতঃ বিরোধীদলের নেতাকর্মীরাই এর শিকার হতে পারেন বলে আশংকা প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো।[৩১] বিভিন্ন তদন্ত প্রতিবেদন থেকে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সরকারের উচ্চমহল থেকে প্রতিনিয়ত গুমের বিষয়গুলো অস্বীকার করা হচ্ছে। গুমের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কোন ব্যক্তিকে হঠাৎ কিছু লোক আচমকা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয় দিয়ে বিনা ওয়ারেন্টে মাইক্রোবাস বা গাড়ীতে তুলে নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কোটা সংস্কারের দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সংগঠন বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের তিন যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল হক, রাশেদ খান ও ফারুক হোসেনকে গত ১৬ এপ্রিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে থেকে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা একটি মাইক্রোবাসে জোর করে তুলে নিয়ে চোখ বেঁধে গোয়েন্দা পুলিশ কার্যালয়ে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় শিক্ষার্থীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে এক ঘন্টা পর তাঁদের ছেড়ে দেয়া হয়। এই ব্যাপারে নুরুল হক বলেন, "ন্যায়ের জন্য আন্দোলন করতে এসে তাঁদের হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছে, পুলিশ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় অনেকে দেখে ফেলায় হয়তো তাঁরা ফিরে আসতে পেরেছেন"।[৩২] উল্লেখ্য অতীতে বহু মানুষকে এভাবেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যা পরবর্তীতে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো অস্বীকার করেছে। তাঁরা আর ফিরে আসেননি বা তাঁদের লাশ পাওয়া গেছে অথবা অনেকদিন পর কোনো মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

১৮. ***অধিকারএর* তথ্য মতে এপ্রিল মাসে ২ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে- যাদের খোঁজ এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।**

[২৯] ভোলায় পুলিশ হেফাজতে কৃষকের মৃত্যু/ যুগান্তর ১৪ এপ্রিল ২০১৮/ http://epaper.jugantor.com/2018/04/14/2/details/2_r11_c5.jpg
[৩০] বাংলাদেশ ২০১০ সালের ২৩ মার্চ রোম সংবিধি অনুসাক্ষর করে।
[৩১] HRC36 Oral Statement on Enforced Disappearances in Bangladesh, https://www.forum-asia.org/?p=24796
[৩২] চোখ বেঁধে মিন্টো রোডে এক ঘন্টা পর মুক্তি/ প্রথম আলো ১৭ এপ্রিল ২০১৮

গত ৫ এপ্রিল নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ-ফেনী সড়কের বড়পোল এলাকায় চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা লক্ষ্মীপুরগামী জোনাকি পরিবহন নামক একটি বাস থামিয়ে কাঁচামাল ব্যবসায়ী লক্ষীপুরের অধিবাসী মোহাম্মদ মাসুদ ও সাইফুল ইসলামকে গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয়ে কয়েক ব্যক্তি তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ করেছে তাঁদের পরিবার। এখনও তাঁদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। সাইফুলের বাবা মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন অধিকারকে জানান, এই ঘটনার পর তাঁরা নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ এবং লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জ থানায় সাধারণ ডায়েরী করতে গেলে পুলিশ জিডি নেয়নি। অপরদিকে মোহাম্মদ মাসুদের স্ত্রী আয়েশা আক্তার অধিকারকে জানান, ঘটনার ৬/৭দিন পর চন্দ্রগঞ্জ থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করতে পেরেছেন তিনি।[৩৩]

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

১৯. সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত করছে। প্রায় সব ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অধিকাংশ প্রিন্ট মিডিয়া সরকারের অনুগত ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন। রাষ্ট্রীয় টিভি বিটিভি সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে সরকার বন্ধ করে রেখেছে। এছাড়া সংবাদ সংগ্রহের সময় সংবাদকর্মীদের ওপর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা হামলা চালাচ্ছে ।

গত ২৩ এপ্রিল ঢাকাতে বিএনপির একটি কর্মসূচির সংবাদ সংগ্রহ করার সময় বাংলা টিভির প্রতিবেদক আরমান কায়সার ও চিত্রগ্রাহক মোহাম্মদ মানিকের ওপর পুলিশ হামলা চালায়।[৩৪]

[৩৩] লক্ষ্মীপুরে ১১ দিনেও সন্ধান নেই দুই ব্যবসায়ীর/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৭ এপ্রিল ২০১৮/ http://www.bd-pratidin.com/last-page/2018/04/17/322926 অধিকারএর সংগৃহীত তথ্য

[৩৪] প্রথম আলো ২৫ এপ্রিল ২০১৮

বাংলা টিভির প্রতিবেদক আরমান কায়সার ও চিত্রগ্রাহক মো: মানিকের ওপর পুলিশি হামলার (ইনসেটে) প্রতিবাদে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা ঢাকার মহানগর পুলিশ কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন করেন। ছবিঃ প্রথম আলো ২৫ এপ্রিল ২০১৮

নিবর্তনমূলক আইন

২০.নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারাটি[৩৫] মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করাসহ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের উচ্চ মহলের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য লেখা, এমনকি এই সংক্রান্ত পোস্ট 'লাইক' দেয়ার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও তাঁদের কারাগারে পাঠানোর মত ঘটনা ৫৭ ধারার মাধ্যমে অব্যাহত আছে। ২০১৮ সালের ২৯ জানুয়ারি মন্ত্রিসভা তথ্য ও যোগাযোগ

[৩৫] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনে[৩৫] র বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারাসহ ৫টি ধারা বাতিল করার সুপারিশ করে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮'র খসড়া অনুমোদন করে । তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ধারাগুলো প্রস্তাবিত 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে' অন্তর্ভুক্ত করায় এটি আরেকটি নিবর্তনমূলক আইনে পরিণত হতে যাচ্ছে। এছাড়া অনুমোদন পাওয়া আইনের খসড়ায় কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ সংক্রান্ত ৩২ ধারাটি[৩৬] সরকার মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে এই ধারা বাতিলের দাবি করেছেন নাগরিক সমাজের সদস্যবৃন্দ ও সাংবাদিকরা। কিন্তু এই দাবি আমলে না নিয়ে ৩২ ধারা বহাল রেখে গত ৯ এপ্রিল ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেছেন টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী মোস্তফা জব্বার।[৩৭]

২১. গত ১৯ এপ্রিল আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী মোস্তফা জব্বারের সঙ্গে এক বৈঠক করে প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২১,২৫,২৮,৩১,৩২ ও ৪৩ ধারা বাক্স্বাধীনতা এবং স্বাধীন সাংবাদিকতার পরিপন্থী উল্লেখ করে সেগুলো সংশোধনের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ সম্পাদক পরিষদ।[৩৮]

ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ এবং পরাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন

২২. জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার এবং সংসদ না থাকায় দেশে জবাবদিহিতার ব্যাপক অভাব বিদ্যমান রয়েছে। ফলশ্রুতিতে দুর্নীতিও ভয়াবহভাবে বিস্তার লাভ করেছে এবং লুটপাটতন্ত্র কায়েম হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী এবং সরকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবিরা এই দুর্নীতি ও লুটপাটের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। মূলত বিদেশে টাকা পাচার[৩৯], শেয়ার মার্কেটে ধ্বস এবং ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাপক লুটপাটের[৪০] অভিযোগ রয়েছে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী ও সরকার সমর্থক বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। দুর্নীতির এরকম ভয়াবহ অবস্থা থাকলেও দুর্নীতি দমন কমিশনকে সরকার

---

[৩৬] গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ' সংক্রান্ত ৩২ ধারায় বলা হয়েছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি বেআইনি প্রবেশের মাধ্যমে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কোনো ধরনের গোপনীয় তথ্য-উপাত্ত কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ধারণ, প্রেরণ বা সংরক্ষণ করেন বা সংরক্ষণে সহয়তা করেন তা হলে কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শাস্তি অনধিক ১৪ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। আর এই অপরাধ যদি একই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার করেন তাহলে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা এক কোটি টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

[৩৭] ৩২ ধারা বহাল রেখে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল সংসদে/ যুগান্তর ১০ এপ্রিল ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/36851/

[৩৮] আইনের বিতর্কিত ধারাগুলোর সংশোধন চান সম্পাদকেরা/ প্রথম আলো ২০ এপ্রিল ২০১৮

[৩৯] ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষনা প্রতিষ্ঠানে গ্লোবাল ফাইনোনিন্সয়াল ইন্টিগ্রিটি এর প্রতিবেদন ২০১৭ অনুযায়ী ২০০৫ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৬১.৬৩ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার হয়েছে । এরমধ্যে ২০১৪ সালেই বাংলাদেশ থেকে ৯.১১ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার হয়েছে।প্যারাডাইস পেপার্স এর দ্বিতীয় তালিকায় বিতর্কিত ব্যবসায়ী মুসা বিন শমসেরসহ আরও ২০ বাংলাদেশীর নাম এসেছে। এদের সবাই অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের মাল্টায় অর্থ পাচার করেছে।

[৪০] ২০১৪ সালে বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দলীয় নেতাকর্মীদের অনুকুলে অনেকগুলো ব্যাংকের লাইসেন্স দেয় এবং বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে নেতাকর্মীদের সম্পৃক্ত করে। জবাবদিহিতার অভাব এবং স্বজনপ্রীতির ফলে ব্যাংকিং সেক্টরে দুর্নীতি চরম আকার ধারন করেছে।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের[৪১] বিরুদ্ধে তেমন কোন কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ রয়েছে। হাতে গোনা দুই এক জন সরকারের প্রভাবশালী রাজনীতিকের বিরুদ্ধে দুদক মামলা করলেও তাদের বিরুদ্ধে আইনী প্রক্রিয়া চলছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। ফারমার্স ব্যাংক জালিয়াতির মামলায় ব্যাংকের নিরীক্ষা কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক চিশতীসহ চারজনকে দুদক গত ১০ এপ্রিল গ্রেফতার করে। কিন্তু ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান আওয়ামী লীগের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বর্তমান সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন খান আলমগীরের বিরুদ্ধে দুদক কোন ব্যবস্থা নেয়নি। অথচ ফারমার্স ব্যাংক জালিয়াতির ঘটনায় দুদকের অনুসন্ধানে ব্যাংকের নথিপত্রের পাশাপশি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনও পর্যালোচনা করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ঐ প্রতিবেদনে বলা হয়, গ্রাহকের ঋণের ভাগ নিয়েছেন মহিউদ্দিন খান আলমগীর ও মাহবুবুল হক চিশতী।[৪২] অন্যদিকে বিরোধীদল বিএনপি'র শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলায় দ্রুত সাজা দেয়া ও আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ব্যাপারে কমিশনের অতিরিক্ত আগ্রহের ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির চারজন সদস্যসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে কথিত সন্দেহজনক লেনদেন, অর্থ পাচার ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে অনুসন্ধান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন।[৪৩]

শ্রমিকদের অধিকার

২৩.তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। বহু কারখানায় শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং অনেক কারখানায় বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা এবং শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন। এছাড়া মালিক পক্ষের গাফলতি এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যথাযথ মনিটরিং এর অভাবে ভবন ধ্বস ও অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটছে।

[৪১] ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের কয়েকজন সিনিয়র নেতা ও দলটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির যে অভিযোগ আনা হয়েছিলো, সেগুলো ২০১৩ সালে খারিজ করে দেয় দুদক। এরমধ্যে সাবেক সংসদ সদস্য এইচবিএম ইকবাল ও সাবেক চিফ হুইপ আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হাসানাত আবদুল্লাহকে দুইটি মামলা থেকে অব্যাহতি দেয় কমিশন। ২০১৩ সালের জুন মাসে সাবেক মন্ত্রী মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে দুর্নীতির একটি অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি দেয় কমিশন। এছাড়া বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তাকে দায়মুক্তি এবং মামলা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কক্সবাজার-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য সাইমুম সারোয়ার ও তাঁর স্ত্রী সৈয়দা সেলিনা আক্তার, নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সরকার দলীয় সংসদ সদস্য শামীম ওসমানকে জ্ঞাত আয়-বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের দায় থেকে অব্যাহতি দেয় দুদক। ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে অগাস্ট পর্যন্ত প্রায় ১৬০০ ক্ষমতাসীন দল সমর্থক রাজনৈতিক ব্যক্তি ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতির অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে। এরমধ্যে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন জাতীয় সংসদের উপনেতা সাজেদা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর সাবেক স্বাস্থ্য উপদেষ্টা সৈয়দ মোদাচ্ছের আলী, ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, ফিলিপাইনে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত মাজেদা রফিকুন নেসা প্রমুখ।

[৪২] ফরমার্স ব্যাংকের সেই চিশতী ছেলেসহ গ্রেপ্তার/ প্রথম আলো ১১ এপ্রিল ২০১৮

[৪৩] সন্দেহজনক লেনদেন ও অর্থপাচারের অভিযোগ; বিএনপির ৯ নেতার বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান শুরু/ যুগান্তর ৩ এপ্রিল ২০১৮/ https://www.jugantor.com/national/34302/

ঢাকা জেলার সাভারের ইউনাইটেড ট্রাউজারস লিমিটেড নামে একটি তৈরী পোশাক কারখানা কর্তৃপক্ষ নানা অজুহাতে শ্রমিকদের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের বেতন দিতে অপরাগতা প্রকাশ করলে গত ১৭ এপ্রিল শ্রমিকরা কারখানা বন্ধ রেখে বিক্ষোভ করে এবং সড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে শিল্প পুলিশের সদস্যরা তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয়। [৪৪]

২৪. ২৪ এপ্রিল ঢাকা জেলার সাভারে রানা প্লাজা ধ্বসের পাঁচ বছর পূর্ণ হয়েছে। ২০১৩ সালের এই দিনে রানা প্লাজা নামে একটি নয়তলা ভবন ধ্বসে পড়লে বহু মানুষ হতাহত হন। সেই সময় এই ভবনের ৫টি গার্মেন্টসে আনুমানিক পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজ করছিলেন। এই ঘটনায় উদ্ধারকারীরা ১১৩৫ জনের মৃতদেহ এবং ২৪৩৮ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করেন। এই ঘটনায় বেঁচে যাওয়া অনেক শ্রমিকের শারীরিক অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং অনেক শ্রমিক মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন। চার বছর পার হলেও রানা প্লাজার মালিক যুবলীগ নেতা সোহেল রানাসহ সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের বিচার এখনও সম্পন্ন হয় নাই। এতবড় দুর্ঘটনা ঘটার পরও প্রশাসনের উদাসিনতার কারণে ভবন নির্মানের ক্ষেত্রে বিধিমালা মানা হচ্ছে না। এছাড়া এই দুর্ঘটনার পর অনেকগুলো ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করা হয়েছিল । কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেগুলো ভাঙ্গা হয় নাই। ফলে ভঙ্গুর এবং অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত ভবনগুলোতে এখনও অনেক পোশাক তৈরীর কারখানা রয়েছে, যা মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২৫. ***অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে ৮ জন ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিক কাজ করতে যেয়ে নিহত হয়েছেন। এছাড়া ৩ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।**

২৬. *অধিকার* নির্মান শ্রমিকদের অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। নির্মাণ শ্রমিকরা বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। রাস্তাঘাট, ব্রীজ, বিল্ডিংসহ বিভিন্ন নির্মানকাজে এঁদের ব্যাপক অবদান রয়েছে- অথচ তাঁরা মজুরীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার। এঁদের মধ্যে নারী নির্মাণ শ্রমিকদের অবস্থা আরো ভয়াবহ। তাঁরা নিম্নতম মজুরীরও নিচে কাজ করতে বাধ্য হন। গ্লাভস, মাস্ক ইত্যাদি কোন সুরক্ষার ব্যবস্থা না করেই তাঁদের কাজে নিয়োগ করা হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, তাঁরা ঝুঁকিপূর্ণ এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ছাড়া কাজ করছেন। বেশীরভাগ কর্মক্ষেত্রেই তাঁদের টয়লেট, গোসলের ব্যবস্থা এবং তাঁদের সন্তান রাখার কোন ব্যবস্থা নেই।

নারীর প্রতি সহিংসতা

২৭. দেশে নারীর প্রতি সহিংসতা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। প্রতিদিন অসংখ্য নারী ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। এমনকি গণপরিবহনের ভেতরও নারীদের যৌন হয়রানি করা হচ্ছে। **শিশু ধর্ষণের পরিমানও বর্তমানে মারাত্মকভাবে বেড়েছে। গত ৪ মাসে ৭৭ জন**

[৪৪] আশুলিয়ায় বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ/ মানবজমিন ১৮ এপ্রিল ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=113687&cat=9/

নারী ও ১৭৩ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। নারী ও শিশুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানো হলেও এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার সংখ্যা হতাশাজনক।[৪৫] বিচার প্রাপ্তির বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যে অন্যতম হলো সরকারী দলের হস্তক্ষেপ। অনেক ক্ষেত্রে 'রাজনৈতিক বিবেচনায়' নারীর প্রতি সহিংসতার মামলাগুলো স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপক্ষ মামলা না চালানোরও সিদ্ধান্ত নেয়।[৪৬] এছাড়া ২০১৫ সালের (১৪ এপ্রিল) পহেলা বৈশাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি এলাকায় নারীদের ওপর যৌন হয়রানির ঘটনার ৩ বছর পার হয়ে গেলেও কোন বিচার হয়নি। [৪৭]

২৮. **এপ্রিল মাসে মোট ২৩ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১ জন আত্মহত্যা, ৫ জন আহত, ৭ জন লাঞ্ছিত ও ১০ জন বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।**

গত ২ এপ্রিল গাজীপুর জেলার শ্রীপুরে প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় লিমা আক্তার (১৪) নামে এক মাদ্রাসা ছাত্রীর ওপর কয়েক দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে তঁকে কুপিয়ে জখম করে। এই ঘটনায় শ্রীপুর থানায় হৃদয়, রুবেল, নাজমুল ও দেলোয়ারকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৪৮]

২৯. **এপ্রিল মাসে মোট ৬১ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২৪ জন নারী ও ৩৭ জন মেয়ে শিশু। ঐ ২৪ জন নারীর মধ্যে ১১জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৩৭ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়কালে ১১ জন নারী ও মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।**

৩০. ঢাকার ট্রাইব্যুনালগুলোয় ১৫ বছরে ধর্ষণ,ধর্ষণজনিত মৃত্যু এবং গণধর্ষণের (মৃত্যু-হত্যাসহ) অভিযোগে আসা সাড়ে পাঁচ হাজার মামলার বিচার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে নিষ্পন্ন মামলাগুলোর মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশ মামলায় সাজা হয়েছে। যেসব থানা থেকে ধর্ষণসংক্রান্ত মামলা বেশী আসছে, সেগুলো মূলত: গরিব মানুষ আর পোশাক শ্রমিকদের ঘনবসতি এলাকা। ধর্ষণের সিংহভাগ অভিযোগকারীরাই গরীব পরিবারের সদস্য।[৪৯]

---

[৪৫] নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার পরিস্থিতি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের জন্য চেষ্টা, যৌতুকের জন্য হত্যা, আত্মহত্যার প্ররোচনা আর যৌন নিপীড়নের মতো গুরুতর অপরাধে ঢাকা জেলার পাঁচটি ট্রাইব্যুনালে ২০০২ সাল থেকে ২০১৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দায়ের হওয়া ৭ হাজার ৮৬৪টি মামলার প্রাথমিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৪ হাজার ২৭৭টি মামলা, সাজা হয়েছে ১১০ টি মামলায়। অর্থাৎ বিচার হয়েছিল ৩ শতাংশের কম ক্ষেত্রে। বাকি ৯৭ শতাংশ মামলার আসামী হয় বিচার শুরু হওয়ার আগে অব্যাহতি পেয়েছে, নয়তো পরে খালাস পেয়েছে।

[৪৬] প্রথম আলো ৮ মার্চ ২০১৮

[৪৭] বর্ষবরণে নারী লাঞ্ছনা; তিন বছরেও ৭ জনকে শনাক্ত করা যায়নি/ প্রথম আলো ১৪ এপ্রিল ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1470251/

[৪৮] মাদ্রাসাছাত্রীকে কুপিয়েছে বখাটেরা/ বাংলাদেশ প্রতিদিন ৩ এপ্রিল ২০১৮/ http://www.bd-pratidin.com/country-village/2018/04/03/319479

[৪৯] নারী-শিশু নির্যাতন মামলা-৩; ধর্ষণের বিচারে নারীর সামনে পদে পদে বাধা/ প্রথম আলো ১৯ এপ্রিল ২০১৮/ http://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1472636/

গত ১১ এপ্রিল ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলায় সদর ইউনিয়নের বিজয়পুর গ্রামে এক ফার্নিচার মিস্ত্রির স্ত্রী পারিবারিক সমস্যার বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে গেলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক নুরুল ইসলাম ঐ নারীকে ধর্ষণ করে। পুলিশ নুরুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে।[৫০]

৩১. এপ্রিল মাসে ২১ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ১০ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ১১ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

গত ২২ এপ্রিল মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর এলাকায় ৫০ হাজার টাকা যৌতুক না দেয়ায় আনোয়ারা বেগম নামে এক গৃহবধুকে তাঁর স্বামী ফারুক মিয়া পিটিয়ে হত্যা করে। [৫১]

৩২. এপ্রিল মাসে ৪ জন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

গত ২ এপ্রিল ঢাকা শহরের হাজারীবাগ এলাকায় আকলিমা নামে এক গৃহবধু তাঁর মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দিতে গেলে রাস্তায় এক তরুণ তাঁর মুখের ওপর এসিড ঢেলে দেয়। [৫২]

‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭’ বাল্য বিবাহের সম্ভবনাকে বাড়িয়ে তুলেছে

৩৩. গত ৬ মার্চ ইউনিসেফ এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, সাম্প্রতিক বছরে বিভিন্ন দেশে বাল্যবিবাহের হার উল্লেখযোগ্য হারে কমলেও বাংলাদেশে এই সময় বাল্যবিবাহের হার বেড়েছে। বাল্যবিবাহের হারে বাংলাদেশের অবস্থান এখন চতুর্থ।[৫৩] উল্লেখ্য ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের বিয়ের বিশেষ বিধান রেখে ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল-২০১৭’ পাস হয়। নতুন আইনে বলা হয়েছে, আইনের অন্যান্য বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, অপ্রাপ্তবয়স্কদের সর্বোত্তম স্বার্থে মা-বাবার সম্মতি অনুয়ায়ী অথবা তাঁদের অনুপস্থিতিতে আদালতের মাধ্যমে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিবাহ কার্যক্রম সম্পন্ন হলে, তা এই আইনের অধীনে অপরাধ বলে গণ্য হবে না। এভাবেই অপ্রাপ্ত বয়স্ক মেয়ে ও ছেলে শিশুদের বিয়ের বৈধতা দিয়েছে এই আইনের বিশেষ ধারা। বাংলাদেশের মত ভয়াবহ বাল্যবিবাহ প্রবণ দেশে যেখানে ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ এবং ছেলেদের বয়স ২১ থাকা

[৫০] আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ/ মানবজমিন ১৩ এপ্রিল ২০১৮ / www.mzamin.com/article.php?mzamin=113148&cat=9/ অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফেনীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৫১] মানবজমিন ২৪ এপ্রিল ২০১৮

[৫২] চুলের মুঠি ধরে ঢেলে দিল অ্যাসিড/ প্রথম আলো ৩ এপ্রিল ২০১৮

[৫৩] বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ বেড়েছে/ প্রথম আলো ৭ মার্চ ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1445241/

সত্ত্বেও বাল্য বিবাহ রোধ করা যায় নি; সেখানে এই আইনটি ২০১৭ সালে সংযোজিত এই বিশেষ ধারাটির সুযোগে বাল্য বিবাহের পরিমান বেড়ে যাবার সম্ভবনার সৃষ্টি হয়েছে। [৫৪]

প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসন

৩৪. বাংলাদেশের ওপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসনের অভিপ্রায়ে ভারত সরকার ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র মতো অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচনকে ব্যাপকভাবে সমর্থন দেয়ার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[৫৫] জনগণের ভোটবিহীন নির্বাচন ও এর ভিত্তিতে সরকার গঠন বাংলাদেশে ব্যাপক রাজনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছে এবং সেই সুযোগে ভারত সরকার বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য[৫৬] বিস্তার করেছে। ২০১৮ সাল বাংলাদেশের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর কারণ এই বছরের ডিসেম্বরে একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। বাংলাদেশের জনগণ একটি অবাধ, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় যে, এই নির্বাচনকে সামনে রেখে ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের বিভিন্ন তৎপরতা ও বিশ্লেষণ ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র মতো অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে।

৩৫. ভারতের আধিপত্য বিস্তারের নানা তৎপরতার পাশাপশি তাদের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর সদস্যদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ, হত্যা, নির্যাতন ও লুটপাট অব্যাহত রয়েছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৩৬. বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফের মধ্যে অনুষ্ঠিত ৪৬ তম সীমান্ত সম্মেলন উপলক্ষে গত ২৬ এপ্রিল এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফের মহাপরিচালক কে কে শর্মা বলেন, চলতি বছর এখন পর্যন্ত সীমান্তে কোনো হত্যার ঘটনা ঘটেনি।[৫৭] **অথচ *অধিকার* এর পরিসংখ্যান বলছে যে, ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী সীমান্তে কদম আলী, লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সীমান্তে মনজুরুল আলম এবং ফেব্রুয়ারি মাসে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার**

[৫৪] বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল পাস: বিশেষ ক্ষেত্রে পুরুষদের বিয়েও ১৮ বছরের আগে/ যুগান্তর ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/02/28/104781/

[৫৫] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলে থেকে অদ্ভুত একটি অকার্যকর সংসদীয় ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে । www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479

[৫৬]

[৫৭] সীমান্তে প্রাণঘাতী অস্ত্র নয় নন-লিথল উইপনে সম্মত/ যুগান্তর ২৭ এপ্রিল ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/city/42788/

শিবগঞ্জে শরীফুল ইসলাম এই তিন বাংলাদেশী নাগরিক বিএসএফ'র হাতে নিহত হয়েছেন।[৫৮] বিএসএফ মহাপরিচালকের দেয়া অসত্য তথ্য সীমান্তে বিএসএফ এর হত্যাযজ্ঞ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাকে ন্যায্যতা দেবে বলে *অধিকার* মনে করে। *অধিকার* বিএসএফএর মহাপরিচালক তথা ভারত সরকারকে এই মর্মে স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে, ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে ওই বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৫ জন বাংলাদেশীকে বিএসএফ হত্যা করেছে, যার মধ্যে রয়েছে দুজন শিশুও। উল্লেখ্য যে, আজ পর্যন্ত বিএসএফ কর্তৃক হত্যার একটিরও বিচার হয়নি। [৫৯]

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

৩৭.রাখাইনের সংখ্যালঘু মুসলিম রোহিঙ্গাদের ওপর চালানো গণহত্যা ও নৃশংসতার অভিযোগ থেকে দায়মুক্তি পেতে মরিয়া হয়েছে উঠেছে মিয়ানমার সামরিক বাহিনী । ফলে জাতিসঙ্ঘের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন, মিয়ানমার বিষয়ক জাতিসঙ্ঘের স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ারসহ আন্তর্জাতিক মানবিক সংস্থাগুলোর ওপর রাখাইনে (আরাকানে) প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। হত্যা ও ধ্বংসের আলামত মুছে দিয়ে রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে নির্মাণ করা হচ্ছে সামরিক ঘাঁটি, নিরাপত্তা স্থাপনা ও বৌদ্ধ গ্রাম। এরপরও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের অনুসন্ধানে বের হয়ে আসছে গণকবরের চিহ্ন।[৬০] এছাড়া মিয়ানমার সরকার অং সান সু চি'র স্টেট কাউন্সিলর অফিস থেকে এক বিবৃতিতে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের গণহত্যায় জড়িত থাকার দায়ে দোষীদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের একটি প্রয়াসের ওপর "গভীর উদ্বেগ" প্রকাশ করেছে এবং বলেছে বিষয়টি আইসিসির আওতাধীন নয়।[৬১]

৩৮.রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের জন্য মিয়ানমার এবং বাংলাদেশের মধ্যে চুক্তি হলেও জড়িত মিয়ানমার সেনাবাহিনী এবং বৌদ্ধ চরমপন্থীদের বিচার না করে এবং প্রত্যাবাসনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি না করে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন তাদের আবারো মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে নতুন করে আরও ৮ পরিবারের ৩২ জন রোহিঙ্গা বাংলাদেশের টেকনাফে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। [৬২]

৩৯.১৩ এপ্রিল সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ইউএনএইচসিআর সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকার এবং ইউএনএইচসিআরের মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।[৬৩] কিন্তু ইউএনএইচসিআরের মহাপরিচালক

---

[৫৮] অধিকারএর জানুয়ারি http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/02/human-rights-monitoring-report-January-2018_Ban.pdf এবং ফেব্রুয়ারি http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/03/human-rights-monitoring-report-February-2018_Ban.pdf মানবাধিকার প্রতিবেদন

[৫৯] অধিকার বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭ http://odhikar.org/wp-content/uploads/2018/01/Annual-HR-Report-2017_English.pdf

[60] ফিরে যাওয়ার পথ নেই- শেষ; রোহিঙ্গা গণহত্যার দায়মুক্তি পেতে মরিয়া মিয়ানমার/ নয়াদিগন্ত ৫ এপ্রিল ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/307666

[61] Rohingya Crisis: Myanmar says ICC has no jurisdiction / ডেইলীস্টার ১৪ এপ্রিল ২০১৮/ https://www.thedailystar.net/frontpage/rohingya-crisis-icc-has-no-jurisdiction-over-probe-1562563

[৬২] এল ৩২ রোহিঙ্গা/ প্রথম আলো ২৬ এপ্রিল ২০১৮

[63] রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন: জাতিসংঘের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক / সমকাল ১৩ এপ্রিল ২০১৮/ www.samakal.com/bangladesh/article/1804779

ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি বলেন, মিয়ানমার এখনও নিরাপদ, সম্মানিত এবং টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য উপযুক্ত নয়।[৬৪]

৪০. বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের মধ্যে কমপক্ষে ১ লাখ রোহিঙ্গা বর্তমানে ঝড়, বন্যা ও ভূমিধ্বসে প্রাণহানিসহ মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে রয়েছেন।[৬৫]

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৪১. বর্তমান সরকার *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে। মানবাধিকার কর্মী যাঁরা বর্তমানের নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা হয়রানীর সম্মুখিন হচ্ছেন।[৬৬] নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও *অধিকার* প্রতি মাসে মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাসহ বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের উপরে মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশের সময় *অধিকারএর* তথ্য উপাত্ত রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। গত ২২ এপ্রিল মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যার বিভিন্ন অংশে *অধিকারসহ* অন্য মানবাধিকার সংগঠনের রেফারেন্স রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে গত ২২ এপ্রিল তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের প্রতিবেদনের ব্যাপক সমালোচনা করেন এবং বলেন," *অধিকার* সংগঠনটি রিপোর্ট দিয়েছিল শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে। সরকার থেকে তাদের কাছে মৃত ব্যক্তিদের তালিকা চাওয়ার পরে তারা আর তালিকা দিতে পারেনি। পরবর্তীতে দেখা গেছে যাদের মৃত বলা হয়েছিল তারা বেঁচে আছেন। *অধিকার* যে ভালো রিপোর্ট দেয় না এটাই তার প্রমাণ"।[৬৭] ২০১৩ সালের ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ব্যাপারে *অধিকার* তথ্যানুসন্ধান করে এবং এই ঘটনায় ৬১ জন নিহত হয়েছেন বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। **হেফাজতের 'হাজার হাজার নেতাকর্মী নিহত হয়েছেন' বলে *অধিকার* তথ্যপ্রকাশ করেছে মর্মে তথ্যমন্ত্রী যে বক্তব্য দিয়েছেন তা অসত্য এবং উষ্কানিমূলক** । ২০১৩ সালে *অধিকার* জানিয়েছিল যে, ভিকটিম পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থে তারা তালিকা সরকারের কাছে হস্তান্তর করবে না। যেহেতু *অধিকার* তার বিভিন্ন জেলার মানবাধিকার কর্মীদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিল যে, এই ঘটনায় নিহত অনেক ভিকটিম পরিবারের

---

[64] Responsibility Myanmar's / ডেইলী স্টার ১৪ এপ্রিল ২০১৮/ https://www.thedailystar.net/frontpage/responsibility-myanmars-1562572

[65] Rohingya camps impede movement of wild elephants in Cox's Bazar / ঢাকাট্রিবিউন ৭ এপ্রিল ২০১৮/ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2018/04/07/rohingya-camps-impede-movement-wild-elephants-coxs-bazar/

[৬৬] তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন[৬৬] এবং ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল ক্ষমতাসীনদলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু'র গুলিতে নিহত হন। কুষ্টিয়া ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনজন মানবাধিকার কর্মী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে বন্দি ছিলেন।

[৬৭] মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের রিপোর্ট মনগড়া :তথ্যমন্ত্রী/ ইত্তেফাক ২৩ এপ্রিল ২০১৮/ http://www.ittefaq.com.bd/national/2018/04/23/154785.html

সদস্যদের সরকারের বাহিনী ও দলীয় কর্মীরা বিভিন্নভাবে হয়রানি এবং নিপীড়ন করছে। **তবে সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে এই ঘটনার তদন্তে একটি কমিশন গঠন করলে *অধিকার* নিহতদের তালিকা সেই কমিশনের কাছে হস্তান্তর করবে বলে চিঠিতে জানায়। অন্যদিকে *অধিকার* ১টি দেশীয় ও ৫টি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার কাছে নিহতদের তালিকা এবং এ সংক্রান্ত প্রমাণ প্রেরণ করে।** কিন্তু *অধিকার* এর সুপারিশ মতো সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে কোন তদন্ত কমিশন গঠন করেনি বরং ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের সদস্যদের পরিচয়ে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে তুলে নিয়ে যায় এবং পরে আদিলুর রহমান খান এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করে। পরবর্তীতে আদিলুর এবং এলানকে কারাগারে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন বন্দী করে রাখা হয়, যাঁরা এখন জামিনে আছেন। এরপর থেকেই প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য চার বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, *অধিকার এর* নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। ২০১৩ সালে *অধিকার* এর ওপর সরকারী নিপীড়ন শুরু হলে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকারকে* বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকে। বর্তমানে *অধিকার* এর সমস্ত একাউন্ট স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক স্থগিত করে রেখেছে। এইভাবে বর্তমান সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ *অধিকারকে* হেনস্থা করেই চলেছে এবং এর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারনা অব্যাহত রেখেছে।

সুপারিশঃ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ 'তত্ত্বাবধায়ক' সরকার অথবা জাতিসংঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

২. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের হয়রানিসহ গ্রেফতার অভিযান বন্ধ করতে হবে।

৩. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. বিচারবিভাগের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রনের কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত হতে হবে।

৫. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৬. সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। রিমান্ডে নির্যাতনের ফলে ছাত্রদল নেতা জাকির হোসেনের মৃত্যুর ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭. সরকারকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials মেনে চলতে হবে।

৮. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

৯. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। মানবাধিকারকর্মী ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

১০. আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

১১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সরকারকে প্রস্তাবিত ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্টকে আইনের রূপ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

১২. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানী বন্ধের লক্ষ্যে কারখানাগুলোয় যৌন হয়রানী প্রতিরোধ কমিটি করতে হবে। নির্মাণ শিল্পসহ অন্যান্য ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য বৈষম্যে রোধের জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

১৩. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। সরকার দলীয় দুর্বৃত্তরা যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না এবং

প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৪. ভারতকে অবশ্যই বাংলাদেশের ওপর তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার এবং সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করা এবং অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

১৫. *অধিকার* রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন ও অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছে। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মিয়ামার সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ দায়ীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে।

১৬. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।